Blue Gold
উন্নয়নে পানি ব্যবস্থাপনা

ব্লু গোল্ড বার্তা

সংখ্যা ১৪: অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৮

জলাবদ্ধতার সমাধানে মাঠনালা তৈরি

পানি ব্যবস্থাপনা দলের উদ্যোগে মাঠনালা তৈরির ফলে ৪০ একর ফসলি জমির জলাবদ্ধতার সমাধান হয়েছে। এলাকাটি পটুয়াখালী সদর উপজেলার ৪৩/২ডি পোল্ডারের উত্তর বাজারঘোনা সমাজভিত্তিক কৃষি পানি ব্যবস্থাপনা দলের আওতাভূক্ত কেতুয়ার খাল সংলগ্ন স্থানে অবস্থিত। ব্লু গোল্ড এর সহায়তায় চলতি বছর কেতুয়ার খাল পূন:খনন করা হয়। এতে প্রায় ২০০ একর জমির জলাবদ্ধতার অবসান হলেও খাল থেকে ২০০ মিটার পশ্চিমে ৪০ একর জমির জলাবদ্ধতার সমস্যা থেকে যায়। কারণ খালের পাড়ের দিকটা তুলনামূলক উঁচু থাকায় এই ছোট মাঠের পানি খালে নামার কোনো সুযোগ নেই। ফলে পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্যরা স্বেচ্ছাশ্রমে মাঠনালা তৈরি করে এই ৪০ একর জমি কেতুয়ার খালের সাথে সংযুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়। ৩২ জন পুরুষ এবং ৫ জন নারী স্বেচ্ছাশ্রমে ২১০ মিটার মাঠনালা খনন করে সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়ন করেছে। পানি ব্যবস্থাপনা দলের সভাপতি আবদুস সালাম বলেন, এই মাঠনালাটি তৈরি করার ফলে এই জমিতে আমরা আমন মৌসুমে আগাম জাতের উচ্চ ফলনশীল ধানের আবাদ করতে পারবো। পাশাপাশি সরিষা, সূর্যমুখী এবং বোরো ধান চাষ করা সম্ভব হবে। এই মাঠনালা দিয়েই আমরা রবি শস্য এবং বোরো ধানের সেচের পানি তুলতে পারবো। তিনি ব্লু গোল্ড এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, ব্লু গোল্ড যদি উৎসাহ না দিত, তাহলে এই মাঠনালা তৈরির উদ্যোগই নেওয়া হত না। সমাধান হতো না এই ৪০ একর জমির জলাবদ্ধতার।

নারী সদস্যদের সবজির দোকান

সাতক্ষীরা জেলার পোল্ডার-২ এ অবস্থিত ধুলিহর ইউনিয়নের সুপারিঘাটা সানাপাড়া পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্যরা বাড়ির আঙ্গিনায় ফলানো সবজি বিক্রির দোকান করেছে। ৬৭ জন গরীব ও ভূমিহীন নারী সদস্য যৌথভাবে বাড়ির আঙ্গিনায় সবজি চাষ করছে আর তা বিক্রি করছে ২ জন নারী সদস্য। সুপারিঘাটা সানাপাড়া পানি ব্যবস্থাপনা দলটির মোট সদস্য ২৫৪ জন। এর মধ্যে নারী সদস্য ১১২ জন এবং পুরুষ সদস্য ১৪২ জন। দলটিতে মোট ১৫০ জন গরীব ও ৯০ জন ভূমিহীন সদস্য রয়েছে। দলটি গঠনের শুরু থেকে প্রায় এক বছর সাংগঠনিক কার্যক্রম বেশ দূর্বল অবস্থায় ছিল। পরবর্তীতে ২০১৭ সালে ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম এর আয়োজনে বসতবাড়ি বাগান মডিউলের উপর কৃষক মাঠ স্কুল দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়। এরপর থেকে দলের সদস্যদের মধ্যে সাংগঠনিক কার্যক্রমের আগ্রহ বেড়ে যায়। পানি ব্যবস্থাপনা দল এলসিএস কাজের ৫ ভাগ টাকা দিয়ে গরীব ও ভূমিহীন সদস্যদের মাঝে আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম শুরু করেন ও কৃষি ঋণ প্রদান করেন। পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট সিডিএফ এর সহযোগিতায় ও পরামর্শে ব্যবস্থাপনা দল উদ্যোগী হয়ে ভূমিহীন নারী সদস্যদের নিয়ে সবজি চাষে যৌথ কার্যক্রম শুরু করে।

২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পানি ব্যবস্থাপনা দলের সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১ অক্টোবর ৩০ জন আগ্রহী ভূমিহীন নারী সদস্যদের ২টি ছোট দলে ভাগ করে বসতবাড়ির আঙ্গিনায় সবজি চাষে যৌথ কার্যক্রম শুরু করা হয়। পরবর্তীতে আরো ৩০ জন আগ্রহ প্রকাশ করায় মোট ৬০জন নারী সদস্যকে নিয়ে ৪টি ছোট দলে ভাগ করা হয়। ৪ জন দলনেতার মাধ্যমে প্রত্যেক সদস্য ৫০ টাকা করে দিয়ে ১২০০ টাকার বীজ ক্রয় করে। দলের সদস্যরা স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে সবজি বিক্রয়ের জন্য মিনতি রায়ের জায়গায় ১টি চালা তৈরি করে। নিজেদের উৎপাদিত সবজি তারা এখন এই দোকান থেকে বিক্রি করছে। তাদের এই সফলতা দেখে আরো ৭ জন সদস্য যৌথ কার্যক্রমে অংশ নিয়েছে। বর্তমানে ৬৭ জন গরীব ও ভূমিহীন নারী সদস্য বাড়ির আঙ্গিনায় সবজি চাষ করছে। আধুনিক পদ্ধতিতে বেড তৈরি ও বাড়ির জৈব সার ব্যবহার করছে সবজি ক্ষেতে। উৎপাদনও ভালো হচ্ছে। দলটি এখন আশাবাদী, আগামীতে এ কার্যক্রম আরো বৃহত্তর পরিসরে চলমান থাকবে এবং গরীব ভূমিহীন কৃষকরা তাদের আয়ের পথ খুঁজে পাবে।

আলাইপুর এখন সবজি গ্রাম

খুলনার বটিয়াঘাটা উপজেলায় অবস্থিত পোল্ডার ২৮/১ এর আলাইপুর পানি ব্যবস্থাপনা দল। কৃষক মাঠ স্কুলের শিখন কাজে লাগিয়ে আলাইপুর গ্রামের প্রায় প্রতিটি বাড়িতে তারা সারা বছর সবজি চাষ করছে। বসতবাড়ির অল্প ফাঁকা জায়গা এমনকি ঘরের চাল ও মাচায় বিভিন্ন ধরনের সবজি চাষ করছে।

এই পোল্ডারের নারীরা বসতবাড়ি কেন্দ্রিক উৎপাদন কার্যক্রমে সবজি চাষ ও হাঁস মুরগী পালনের সাথে যুক্ত। এটাই তাদের আয়ের অন্যতম উৎস। ২০১৭ সালে পানি ব্যবস্থাপনা দলের ২৫ জন সদস্য ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম কর্তৃক বাস্তবায়িত বসতবাড়ি সবজি চাষ ও হাঁস-মুরগী পালনের উপর কৃষক মাঠ স্কুলের (এফএফএস) প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে। তারা প্রশিক্ষণে উন্নত পদ্ধতিতে হাঁস-মুরগী পালন ও বসতবাড়িতে সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে সবজি চাষের নতুন নতুন কলাকৌশল ও বাজারজাতকরণ বিষয়ে অর্জিত জ্ঞান বাস্তবে প্রয়োগ করছে। এর ফলে উৎপাদন বাড়ছে। এছাড়াও ট্রায়াল স্থাপনসহ প্রতি সদস্যকে বিভিন্ন জাতের বীজ প্রদান করা হয়। প্রথম বছরেই এফএফএস এর ২৫ জনসহ ৪৫টি বসতবাড়ির ১৫১ শতাংশ জায়গায় লালশাক, পালং শাক, মুলা, টমেটো, লাউ, মিষ্টি কুমড়া, বেগুন, ওলকপি, ঢেঁড়সসহ বিভিন্ন ধরনের সবজি চাষ করে। তাদের মধ্যে এমন কিছু পরিবার আছে যারা বাড়ির চাহিদা পুরণের পাশাপাশি বাড়তি সবজি বিক্রি করে অতিরিক্ত আয় করছে। শিখা রাণী এবং বন্দনা মন্ডলের মত অনেকেই তাদের বসতভিটায় সবজি চাষ করে পরিবারের চাহিদা পূরণ করেও বাজারে বিক্রি করছে। অনেকে আবার সবজি চাষের পাশাপাশি সবজির চারা (টমেটো, বেগুন, ওলকপি) উৎপাদন করেও অধিক আয় করছে। এ বছর আলাইপুর গ্রামের প্রায় প্রতিটি বাড়িতে বিভিন্ন ধরনের সবজি চাষ হয়েছে। গ্রামের প্রায় প্রত্যেক নারী কোন না কোন সবজি চাষের সাথে যুক্ত। উপার্জিত আয় পরিবারের অন্যান্য চাহিদা পূরণে সহায়তা করছে। ফলে পরিবারে তাদের গ্রহণযোগ্যতা ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সবার কাছে আলাইপুর এখন সবজি গ্রাম হিসেবে পরিচিত, যা অন্যদের জন্য অনুকরণীয় হতে পারে।

ব্লু গোল্ড বার্তা

বেড়িবাঁধে সামাজিক বনায়ন

খুলনায় ২৫ পোল্ডারের রুদাঘরা পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্য ৬৩৫ জন। এখানে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ৬.৪ কি.মি. বেড়িবাঁধ পুনঃরাকৃতিকরণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। যার মধ্যে ৩ কি.মি. বেড়িবাঁধ রুদাঘরা পানি ব্যবস্থাপনা দলের আওতায়। বেড়িবাঁধ পুনঃরাকৃতিকরণ কাজটি ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম এর আওতায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ঠিকাদারের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করেছে। পানি ব্যবস্থাপনা দলটি নিয়মিত বেড়িবাঁধের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করে থাকে।

রুদাঘরা পানি ব্যবস্থাপনা দল গঠিত হয় ২০১৭ সালে। তারা দলীয়ভাবে অবকাঠামো পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণসহ বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ড সম্পন্ন করে থাকে। পানি ব্যবস্থাপনা দল বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন, ইউনিয়ন পরিষদ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, বন বিভাগ এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে। বেড়িবাঁধ পুনঃরাকৃতিকরণের পর তারা প্রায় ৩ কি.মি. এলাকায় ৫০০ মেহগনি চারা, ৫০০ তালের চারা ও ১ হাজার নারিকেলের চারা রোপন করেছে। এই কাজে ত্রিপক্ষীয় চুক্তির ভিত্তিতে অর্থায়ন করেছে বন বিভাগ ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড। পানি ব্যবস্থাপনা দল গাছ পাহারার জন্য দুইজন পাহারাদার নিযুক্ত করেছে। তাছাড়াও পরিচর্যার কাজে দলের সদস্যরা ছোট খাট খরচ বহন করে থাকে। গাছ লাগানোর পরে ৩ কি.মি. এলাকার গাছের চারার যত্ন ও পরিচর্যা করার বিষয়ে রুদাঘরা পানি ব্যবস্থাপনা দল কার্যকর ভূমিকা রাখছে। এই উদ্যোগের ফলে সদস্যগণ আর্থিকভাবে যেমন লাভবান হবে তেমনি বেড়িবাঁধ আরো মজবুত ও টেকসই হবে। ফলে পরিবেশের টেকসই উন্নয়নের পাশাপাশি ঝড়ো হাওয়ার সময় এ গাছগুলো গ্রামের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনবে।

পারস্পরিক শিখনের মাধ্যমে কৃষি জমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি সম্প্রসারণ

খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা উপজেলার অন্তর্গত পোল্ডার ৩৪/২ পার্টের ধাদুয়া পানি ব্যবস্থাপনা দলের ৫ জন সদস্য ২০১৭-১৮ কৃষি মৌসুমে পোল্ডার ৩০ ও ৩১ পার্ট এ শস্য নিবিড়তা পদক্ষেপ কার্যক্রম পরিদর্শন করে। পরিদর্শনের পর তারা ৩ একর জমিতে শস্য নিবিড়তা পদক্ষেপের প্রদর্শনী প্লট স্থাপন করে। এই এলাকার বেশীরভাগ জমি এক ফসলী এবং কিছু জমি আছে যা বছরে ২ ফসল হয়। কিন্তু কখনও ৩ ফসল হয় না। এর প্রধান কারণ হলো, দীর্ঘমেয়াদী স্থানীয় জাতের চাষ এবং আভ্যন্তরিন সুষ্ঠু পানি ব্যবস্থাপনার অভাব।

শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধির জন্য ধাদুয়া পানি ব্যবস্থাপনা দল প্রথমে একটি উপযোগী শস্য বিন্যাস নির্বাচন করে। তারা জমিতে রোপা আমন, সরিষা, বোরো চাষ করে এবং সেই অনুযায়ী ট্রায়াল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে। জমির শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণে অন্যতম কৌশল হলো রোপা আমন ধানের সঙ্গে সাথি ফসল হিসেবে বিনা চাষে সরিষা চাষ করা। এই কৌশলের অংশ হিসেবে তারা স্বল্পমেয়াদী ব্রি ধান ৪৯ জাত চাষ করে। জুন মাসের মাঝামাঝি সময়ে বীজ বপন এবং নভেম্বরে প্রথম সপ্তাহে ফসল সংগ্রহ করে। ফসল সংগ্রহের ১০ দিন আগেই আমন ধানের জমিতে বারি সরিষা ১৪ বপন করে। জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময়ে সরিষা সংগ্রহ করা যাবে। ইতোমধ্যে তারা বোরো ধানের আদর্শ বীজতলা তৈরি করে বীজ বপন করেছে। জানুয়ারি মাসের শেষের দিকে বোরো ধানের চারা রোপন করতে পারবে। একই সময়ে এক জমিতে দুই ফসল এবং অন্য জমিতে এক ফসল সংগ্রহ হচ্ছে, যা সাধারণ কৃষকের জন্য একটি শিক্ষণীয় প্লট হিসেবে সমাদৃত হয়েছে। ধাদুয়া পানি ব্যবস্থাপনা দলের মাধ্যমে আগামী শস্য বছরে এই উদ্যোগ আরো সম্প্রসারিত হবে বলে সবাই আশা করছে।

ব্লু গোল্ড কার্যক্রমের হালচিত্র
ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত

বিবরণ	সংখ্যা
ব্লু গোল্ড কার্যক্রম পরিচালিত পোল্ডার	২২টি
পানি ব্যবস্থাপনা দল (ডব্লিউএমজি)	৫১০টি
পানি ব্যবস্থাপনা দলে অন্তর্ভুক্ত সদস্য	১৩৬,১৮৭ (নারী ৫৮,৭৫৭; পুরুষ ৭৭,৪৩০)
নিবন্ধন প্রাপ্ত পানি ব্যবস্থাপনা দল	৪৭৮টি
পানি ব্যবস্থাপনা অ্যাসোসিয়েশন (ডব্লিউএমএ)	৩৮টি
সমাপ্ত কৃষক মাঠ স্কুল	এফএফএস-টিএ: ১০১৩; নারী ২১,৯২০, পুং: ২,৮৮৭; মোট ২৪,৮০৭ এফএফএস-ডিএই: ৫৬৭, নারী: ১৪,১৫৫, পুং: ১৪,৩৭৮, মোট: ২৮,৫৩৩
প্রশিক্ষিত কৃষিসেবা দানকারী	কৃষি ২০; মাছ ১৬; প্রাণিসম্পদ ৪০
নির্বাচিত ভ্যালু চেইন	৭টি, এমএফএস ২০০; পুরুষ ২৮৬৯, নারী ১৭৫১
বেড়িবাঁধ নির্মাণ/সংস্কার	৩০৮.৭৮ কিলোমিটার
স্লুইস গেট নির্মাণ/সংস্কার (ইনলেট-আউটলেটসহ)	২৯৫টি
খাল খনন/পুন:খনন	১৯৬.০৪ কিলোমিটার
পানি ব্যবস্থাপনা দলের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সদস্য	২৮,৪২৭ (নারী ১০,৩৩৯; পুরুষ ১০,০৮৮)
এলসিএস কাজে অংশগ্রহণকারী	৩০,৪৭৯ (নারী ১০,৬০৫; পুরুষ ১৯,৮৭৪)
পানি ব্যবস্থাপনা দলের মোট সঞ্চয় তহবিল	৩০,০৬১,০৬৫ টাকা
পানি ব্যবস্থাপনা দলের মোট পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল	৩,০৯৩,৩৩৮ টাকা
পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সাথে ইউনিয়ন পরিষদের সংযোগ স্থাপন	৫৫টি ইউনিয়ন পরিষদ

সূত্র: WMG Tracker, মনিটরিং ও মূল্যায়ন সেল

সেবিকা বিশ্বাসের স্বপ্ন ছোঁয়ার গল্প

ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম এর খুলনা অঞ্চলের আওতায় পোল্ডার ২৭/১ এর অধীনে মির্জাপুর পানি ব্যবস্থাপনা দলের সাধারণ সদস্য সেবিকা বিশ্বাস। সে এখন সফল ও বিশ্বস্ত উপকরণ বিক্রেতা। সেবিকা বিশ্বাসের ব্রত ছিলো মানুষের সেবা করা। ১৯৯৮ সালে বিয়ের পর থেকেই মাধ্যমিকের গন্ডি পার করা সেবিকা বিশ্বাস সংসারের হাল ধরেছে। সে বসতবাড়িতে স্বল্প পরিসরে সবজির আবাদ করে। পরিবারে সবজির চাহিদা মেটানোর পরে নিজেই সেটা বাজারে বিক্রি করে। নিজে উপজেলা কৃষি অফিসের সাথে যোগাযোগ করে বিভিন্ন রকমের প্রশিক্ষণও গ্রহণ করেছে।

সেবিকা বিশ্বাস স্থানীয় মহিলা CIG (Common Interest Group) ক্লাবের ক্যাশিয়ার হিসাবে কাজ করে। সেখান থেকে USAID প্রকল্পের AIRN এর আওতায় উপকরণ বিক্রেতাদের দক্ষতা উন্নয়ন শীর্ষক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। উপজেলা কৃষি অফিস ও ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম হতেও কৃষি উপকরণ সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে। এর ফলে সেবিকা বিশ্বাসের কৃষি পণ্য উপকরণ সংক্রান্ত ধারনা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

২০১৭ সালের জানুয়ারি থেকে সেবিকা বিশ্বাসকে বিভিন্ন সার, বীজ, কীটনাশক কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া হয়। ডিলারগণ আগ্রহী হয়ে সেবিকা বিশ্বাসের দোকানে পাইকারী মূল্যে উপকরণ ও কীটনাশক বিক্রির জন্য পাঠিয়ে দেয়। ইতোমধ্যে স্বামীও সেবিকা বিশ্বাসকে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর সেবিকা প্রতিবেশি নারীদেরকে সবজি চাষে আগ্রহী করে তোলে। তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে থাকে। নিজের জমানো ১০ হাজার টাকা এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ৫০ হাজার টাকা নিয়ে স্থানীয় মির্জাপুর বাজারে কৃষি উপকরণ বিক্রয়ের ব্যবসা শুরু করে। এখন সে মির্জাপুর গ্রামে সিআইজি গ্রুপের অন্যতম উদ্যোক্তা। নারী জাগরণেও সে ভূমিকা রাখছে। বর্তমানে তার দোকানে প্রায় ৪ লক্ষ টাকার মালামাল আছে। প্রতিদিন ৪/৫ হাজার টাকা বিক্রি হয়, লাভ হয় ৬/৭শত টাকা। লাভের টাকা দিয়ে স্বামীকে আর একটি দোকান করে দিয়েছে, সন্তানের লেখাপড়ার খরচও সে চালাচ্ছে। তার স্বচ্ছলতা ও উন্নতি দেখে গ্রামের লোকজন তাকে এখন খুব সম্মান করে। গ্রামের বিভিন্ন সমস্যায় সে মতামত প্রদান করে। কৃষিকাজের ক্ষেত্রে অন্যরা তার নিকট পরামর্শ নিতে আসে। সেবিকা বিশ্বাসের কর্মনিষ্ঠা আর বড় হওয়ার গল্প এলাকাবাসীর জন্য প্রেরণা হিসেবে কাজ করছে।

পোল্ডার ৪৩/২ই

ইউনিয়ন: জৈনকাঠি, উপজেলা: পটুয়াখালী সদর, জেলা: পটুয়াখালী

উন্নয়নে পানি ব্যবস্থাপনা

এক নজরে পোল্ডার ৪৩/২ই

বিবরণ	সংখ্যা
পোল্ডারের আয়তন	১৮৮২ হেক্টর
পানি ব্যবস্থাপনা দল	১২টি
পানি ব্যবস্থাপনা অ্যাসোসিয়েশন	২টি
পানি ব্যবস্থাপনা দলের মোট সদস্য	১৯৬২ জন (পুরুষ-১১৫৮ জন, নারী-৮০৪ জন)
কৃষক মাঠ স্কুল (সমাপ্ত ও চলমান)	১৭ টি (গ্রাজুয়েটেড ১৬ টি, চলমান ১ টি)
মোট চাষযোগ্য জমির পরিমাণ	১৬৫০ হেক্টর
পোল্ডারের মোট খানা	১৭৫১ টি
ভ্যালু চেইন নির্বাচন	মুগ ডাল, আমন ধান
প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্য	৮০১ জন (পুরুষ ৫৬৩, নারী ২৩৮)
সমাজভিত্তিক মৎস চাষী দল	২টি
বাজারমূখী কৃষক মাঠ স্কুল (টিএ)	৪টি
এলসিএস গ্রুপ (সমাপ্ত)	৪ (পুরুষ ২, নারী ২)
বেড়িবাঁধ	২০ কিলোমিটার
খাল	৪১.৫৫ কিলোমিটার
স্লুইস গেট	৭টি
ইনলেট	৫৩টি
আউটলেট	২টি
প্রধান শস্য	আমন ধান ও মুগ ডাল
প্রধান সমস্যা	খাল ভরাটজনিত জলাবদ্ধতা, রবি মৌসুমে সেচের পানির অভাব

দেশী মুরগি পালনে সাফল্য

৪৩/২ই পোল্ডারের দক্ষিণ সেহাকাঠী দক্ষিণ পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্য শফিকুল ইসলাম (মোহন) উন্নত পদ্ধতিতে দেশী মুরগি পালন করে বছরে ১ লক্ষ টাকার অধিক আয় করছেন। তার দেখাদেখি এলাকার অন্য কৃষকরাও দেশী মুরগি পালনে আগ্রহী হয়ে উঠছে। একসময় পটুয়াখালী অঞ্চলের কৃষকরা সনাতন পদ্ধতিতে মুরগি পালন করত। মহামারি এবং রোগ বালাইয়ের আক্রমনে প্রায় প্রতি বছর ব্যাপকহারে মুরগি মারা যেত। দেশী মুরগি পালন লাভজনক না হওয়ায় অন্যান্য কৃষকের ন্যায় মোহনও দেশী মুরগি পালন ছেড়ে দেওয়ার চিন্তা করছিল। কিন্তু এই সময়ে তার এলাকায় ব্লু গোল্ড থেকে উন্নত পদ্ধতিতে দেশী মুরগি পালন বিষয়ক কৃষক মাঠ স্কুল আয়োজন করা হয়। কৃষক মাঠ স্কুলে অংশ নিয়ে মোহন উন্নত পদ্ধতিতে দেশী মুরগি পালনের কলাকৌশল রপ্ত করেন। বিশেষ করে মুরগির উন্নত ঘর, উন্নত হাজল, বাচ্চা পৃথককরণ এবং টীকা প্রদানের মত বিষয়গুলো অনুসরণ করে নতুন উদ্যমে মুরগি পালন শুরু করেন। ছোট একটি উন্নত ঘরে ৬টি মুরগি ও একটি মোরগ দিয়ে তার যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে ৫টি ঘরে পরিকল্পিতভাবে মুরগি পালন করছে। মুরগি বিক্রির টাকা দিয়ে সে গত বছর ৫৫ হাজার টাকায় একটি গাভী কিনেছে ও মেয়ের নামে ৫ হাজার টাকার ডিপিএস চালাচ্ছে। মোহন আরও বলেন, আগামীতে আমার খামার আরো বড় করতে চাই।

পতিত পুকুরে যৌথভাবে মাছ চাষ

দক্ষিণ সেহাকাঠি দক্ষিণ পানি ব্যবস্থাপনা দলটি পোল্ডার ৪৩/২ই পোল্ডারের আওতাধীন পটুয়াখালী সদর উপজেলার জৈনকাঠি ইউনিয়নে অবস্থিত। দক্ষিণ সেহাকাঠি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠের পাশে ১ একর আয়তনের একটি পুকুর দীর্ঘদিন পতিত অবস্থায় ছিল। পুকুরটি ঘন কচুরিপানায় ঠাসা থাকায় পানি পঁচে দূর্গন্ধ ছড়াতে থাকে। তার উপরে পাশের বাজারের আবর্জনা ফেলায় পরিবেশ মারাত্মকভাবে দূষিত হয়। এতে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীসহ এলাকার মানুষের মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি হয়েছে।

পুকুরটি পরিষ্কার করে মাছ চাষের আওতায় আনলে আয় বৃদ্ধির সুযোগ হবে ও পরিবেশের উন্নয়ন হবে। এই কথা ভেবে দক্ষিণ সেহাকাঠি দক্ষিণ পানি ব্যবস্থাপনা দলের ব্যবস্থাপনা কমিটি মাসিক সভায় আলোচনা করে স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পুকুরটি ৭৫ হাজার টাকায় ৫ বছরের জন্য লিজ গ্রহণ করেছে। মাছ চাষের জন্য ২১ জন সদস্য নিয়ে গঠন করেছে সমাজভিত্তিক মৎস্যচাষী দল। তারা সিদ্ধান্ত নেয়, পানি ব্যবস্থাপনা দলের একটি শেয়ার থাকবে। ফলে পানি ব্যবস্থাপনা দল অন্যান্য শেয়ারহোল্ডারের ন্যায় একটি শেয়ার সমপরিমান লভ্যাংশ পাবে। ২০১৮ সালের জুন মাসে তারা পুকুরটিতে ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম এর সিডিএফ মামুনুর রশিদের সহায়তায় মাছ চাষ শুরু করে। উপজেলা মৎস্য অফিসারের সাথে যোগাযোগ করে কারিগরি পরামর্শ নিয়ে সঠিক নিয়মে পুকুর প্রস্তুত, পোনা মজুদ এবং অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। দলটির সাধারণ সম্পাদক মো. দেলোয়ার হোসেন চৌধুরী জানান, বর্তমানে গড়ে প্রতিটি মাছের ওজন প্রায় ৫০০ গ্রাম হয়েছে। আমরা আশা করছি পুকুর থেকে এ বছর ৮০-৯০ হাজার টাকা লাভ হবে। তিনি আরও বলেন, পুকুরটি মাছ চাষের আওতায় আনার ফলে এলাকার পরিবেশ উন্নত হয়েছে। এতে পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্যরা যেমন আর্থিকভাবে লাভবান হবে, তেমনি এলাকার মানুষের স্বাস্থ্যঝুঁকি কমবে। সবাই পুকুরের পাশের রাস্তা দিয়ে স্বাচ্ছন্দে চলতে পারবে। তাই সবারই উচিৎ, তাদের আশেপাশের পতিত পুকুর পরিষ্কার করে মাছ চাষ করা।

ড্রাগন ফল চাষে সাফল্য

রাজিয়া বেগম মাত্র ২ শতাংশ জমিতে ড্রাগন ফলের চাষ করে ৩২ হাজার টাকায় বিক্রি করেছেন। তিনি ৪৩/২ই পোল্ডারের দক্ষিণ সেহাকাঠি উত্তর পানি ব্যবস্থাপনা দলের একজন কার্যকরি সদস্য এবং মৌবাড়িয়া পানি ব্যবস্থাপনা অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি। এলাকার মানুষের কাছে তিনি এখন অণুকরণীয় কৃষক। বিশেষ করে, ফল চাষে তিনি এলাকায় রোল মডেল হিসেবে পরিচিতি পেয়েছেন। বিভিন্ন ধরনের দেশী-বিদেশী ফল গাছ দিয়ে তার বাড়িটিকে একটি পরিকল্পিত ফল বাগান হিসেবে গড়ে তুলেছেন। রাজিয়া বেগমের সংসারের আয় নির্বাহের একটা অন্যতম উৎস্য তার ফলের বাগান।

২০১৫ সালে রাজিয়া বেগম ব্লু গোল্ড পরিচালিত কৃষক মাঠ স্কুলের সদস্য হন এবং বসতবাড়ি বাগান মডিউলসহ অন্যান্য বিষয়ে নিবিড় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের পাশাপাশি ২০১৬ সালে তাকে ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম থেকে বিভিন্ন ধরনের চারার সাথে কিছু ড্রাগন ফলের চারাও দেওয়া হয়। ব্লু গোল্ড কারিগরি টিমের পরামর্শে তিনি বসতবাড়িতে ২ শতাংশ জায়গায় একটি পরিকল্পিত ড্রাগন ফলের বাগান তৈরি করেন। বাগানটি তৈরি করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্ম প্লাজম সেন্টারের পরিচালক বিজ্ঞানী প্রফেসর ড. এমএ রহিম সবরকম কারিগরি সহায়তা প্রদান করেন। সঠিক পরিচর্যার ফলে ২০১৭ সালের বর্ষা মৌসুমেই প্রায় সব গাছে ফল আসে। ঐ বছর তিনি মোট ৩৭ কেজি ফল পান। ৫০০ টাকা কেজি দরে ৩০ কেজি ড্রাগন ফল বিক্রি করে ১৫ হাজার টাকা আয় করেন। বাকি ৭ কেজি ফল নিজেরা খেয়েছে এবং উপহার দিয়েছে। পরের বছর অর্থাৎ ২০১৮ সালে তার বাগানে মোট ৬৫ কেজি ড্রাগন ফল হয়েছে। যার বাজার মূল্য ৩২ হাজার ৫০০ টাকা। রাজিয়া বেগম বলেন, মাত্র ২ শতাংশ জমি থেকে যা আয় করেছি অন্য ফসল চাষ করে এক বিঘা জমি থেকেও এই পরিমান আয় করা সম্ভব না। তিনি আরো বলেন, প্রতিদিন আমার ড্রাগন বাগান দেখতে বিভিন্ন এলাকা থেকে কৃষকরা আসে। আমার কাছ থেকে তারা ড্রাগন গাছের কার্টিং এবং পরামর্শ নেয়। আমি এ পর্যন্ত ফল ছাড়াও ১২০০ টাকার কাটিং বিক্রি করেছি।

Blue Gold
উন্নয়নে পানি ব্যবস্থাপনা

ব্লু গোল্ড বার্তা

শস্য কর্তন উৎসব

খুলনা জেলাধীন ডুমুরিয়া উপজেলায় পোল্ডার-২৫ এর রুদাঘরা পানি ব্যবস্থাপনা দলে 'শস্য কর্তন কৃষক মাঠ দিবস' আয়োজন করা হয় ৬ নভেম্বর ২০১৮। এটি ছিলো 'শস্য নিবিড়তা পদক্ষেপ' এর আওতায় বাস্তবায়িত পাইলট কার্যক্রমের প্রথম পর্যায়ের শস্য কর্তন কৃষক মাঠ দিবস। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রুদাঘরা পানি ব্যবস্থাপনা দলের সভাপতি আব্দুল মতলেব গোলদার এবং প্রধান অতিথি ছিলেন মোস্তফা কামাল খোকন, চেয়ারম্যান, রুদাঘরা ইউনিয়ন পরিষদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম এর টিম লিডার গাই জোন্স, ডেপুটি টিম লিডার আলমগীর চৌধুরী, প্রোগ্রাম ডিরেক্টর হিরো হেরিং, এসভিসি টিম লিডার এএসএম শহিদুল হক, জোনাল কোঅর্ডিনেটর মতিউর রহমান, ডুমুরিয়া উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ মো. মোছাদ্দেক হোসেন ও উপজেলা বন কর্মকর্তা মো. ফুরকানুল আলম। এছাড়াও ব্লু গোল্ড কারিগরি সহায়তা দলের পোল্ডার কোঅর্ডিনেটর, বিজনেস ডেভেলপমেন্ট কোঅর্ডিনেটর, কৃষি উপকরণ বিক্রেতা, পার্শ্ববর্তী ৫টি পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্য এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গসহ প্রায় ১৫০ জন কৃষক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

দিবসের কর্মসূচি হিসেবে মাঠ পরিদর্শন, শস্য কর্তন, স্টল পরিদর্শন, অভিজ্ঞতা বিনিময় ও আলোচনার আয়োজন করা হয়। ব্লু গোল্ড টিম লিডার কর্তৃক শস্য কর্তন করার মধ্যদিয়ে দিনের কর্মসূচি শুরু হয়। আগত অতিথিরা স্টল পরিদর্শন করেন, যেখানে পূর্ববর্তী শস্য বিন্যাস ও শস্য নিবিড়তা পদক্ষেপের তুলনামূলক পার্থক্য তুলে ধরা হয়। একইসাথে বাজার ও উৎপাদন সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্যও উপস্থাপন করা হয়। স্টলে বিভিন্ন জীবন্ত নমুনা ব্যবহার করা হয়, যা সবার শিখন সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। প্রদর্শনী চাষী মো. বেল্লাল সরদার ও মো. মারুফ তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। তারা বলেন, ব্রি ধান ৪৯ একটি আগাম ও স্বল্পমেয়াদী জাত। এলাকার চাষকৃত অন্য জাতের চেয়ে আমরা ১ মাস আগেই আমন ধান কাটতে পেরেছি। একইসাথে আমরা এই জমিতে বিনা চাষে সরিষা বপন করেছি। এখন আমরা বুঝতে পারছি, একই জমিতে তিনটি ফসল অর্থাৎ রোপা আমন, সরিষা, ও বোরো ধান চাষ করতে পারবো। এরপর ব্লু গোল্ড কারিগরি সহায়তা দলের কৃষিবিদ মো. শামীম আলম শস্য নিবিড়তা পদক্ষেপ পাইলট কার্যক্রম এর উদ্দেশ্য, বাস্তবায়ন পদ্ধতি ও কৌশল নিয়ে আলোচনা করেন। পরবর্তীতে অন্যান্য অতিথিরা তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অনুষ্ঠানে আগত কৃষকরা এই পাইলট কার্যক্রমকে সাদরে গ্রহণ করে পরবর্তী শস্য বছরে এর সম্প্রসারণে একমত পোষণ করেন। এই কার্যক্রমের আওতায় ১-১২ নভেম্বরের মধ্যে ৯টি প্রদর্শনী প্লটেও ৫টি শস্য কর্তন কৃষক মাঠ দিবস আয়োজন করা হয়।

কৃষক মাঠ স্কুলের মাধ্যমে দক্ষতা ও উৎপাদন বৃদ্ধি

এপ্রিল ২০১৮ থেকে নভেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত ব্লু গোল্ড কারিগরি সহায়তা টিম ১৬৬টি কৃষক মাঠ স্কুল বাস্তবায়ন করেছে। কৃষকের চাহিদা অনুযায়ী একক মডিউলভিত্তিক কৃষক মাঠ স্কুল বাস্তবায়িত হয়।

অংশগ্রহণকারী সদস্যরা বসতবাড়ি ও ঘেরের পাড়ে সবজি চাষ পদ্ধতি এবং সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হাতে কলমে শিখেছে। ফল গাছ ব্যবস্থাপনা এবং বংশ বিস্তারের সহজ কলাকৌশল তাদের কাছে ছিল একবারেই নতুন শিখন। আগে বাড়িতে বা ঘেরে ২-৩ স্থানে দুই তিন রকমের সবজি চাষ করত। কিন্তু এখন ৭-৮টি স্থানে ৭/৮ রকম সবজি চাষ করছে। ফলে বাড়তি উৎপাদন বাজারে বিক্রি করতে পারছে। দেশি হাঁস-মুরগি পালনে হাজল ব্যবহার করছে। মা-বাচ্চা আলাদাকরণ, বাসস্থান ব্যবস্থাপনা ও সুষম খাবার নিশ্চিত করার পাশাপাশি রোগ নিয়ন্ত্রণে টিকা প্রদান করছে। ফলে ডিম এবং মাংসের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় দ্বিগুণ। গরু মোটাতাজাকরণে ইউএমএস পদ্ধতি অনুসরণ করে মাংসের উৎপাদন বেড়েছে গরু প্রতি গড়ে ৩৩ কেজি। যার বাজারমূল্য প্রায় ১৫ হাজার টাকা। এছাড়াও গরুর বাসস্থান ব্যবস্থাপনা, উন্নতজাতের ঘাস চাষ এবং টিকা প্রদান কৃষকরা নিশ্চিত করছে। মাছ চাষের উন্নত কলাকৌশল প্রয়োগ করে শতাংশ প্রতি মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে ৬ কেজি হারে। কৃষক পুকুর প্রস্তুতকরণ থেকে শুরু করে খাদ্য তৈরি ও প্রয়োগ এবং মাছ চাষে সার্বিক ব্যবস্থাপনা নিজের পুকুরে প্রয়োগ করছে।

সবজি, ফল, ডিম এবং মাংস খাওয়ার পরিমাণ বাড়ায় শিশু ও মায়ের স্বাস্থ্যাভাসে ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কৃষক মার্কেট ওরিয়েন্টেশনের বিভিন্ন উপাদান যেমন তথ্য সংরক্ষণ, বাজার অ্যাক্টরদের সাথে সংযোগ, দলীয়ভাবে উপকরণ ক্রয় এবং উৎপাদিত পণ্য বিক্রির প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পেরেছে। এছাড়াও তারা পারস্পরিক শিখনের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা বিনিময় করছে।

পারস্পরিক শিখনের মাধ্যমে যৌথ উদ্যোগে মাছ চাষ সম্প্রসারণ

চেচুঁড়ী পানি ব্যবস্থাপনা দল খুলনা জেলার অন্তর্গত ডুমুরিয়া উপজেলার পোল্ডার ২৫ এর ৬১টি পানি ব্যবস্থাপনা দলের মধ্যে অন্যতম। সুষ্ঠু পানি ব্যবস্থাপনার জন্য দলের সদস্যরা খালের কচুরিপনা পরিষ্কার, নেটপাটা অপসারণ ও স্লুইসের সামনে খালের পলি অপসারণ করে থাকে। সমাজভিত্তিক কৃষি পানি ব্যবস্থাপনা এবং কৃষক মাঠ স্কুল পরিচালনার মাধ্যমে দলটি কৃষি উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ৬৪৫ জন সদস্য নিয়ে দলটি গঠিত। চলতি বছর পার্শ্ববর্তী কাতেষ্টা ও বরুণা পানি ব্যবস্থাপনা দল ব্লু গোল্ড এর সহযোগিতায় অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর করে সমাজভিত্তিক মাছ চাষ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করে। সফর শেষে এলাকার পরিত্যক্ত নঈমুদ্দিন খালে মাছ চাষের সিদ্ধান্ত নেয়। যৌথভাবে তারা খালের কচুরিপনা পরিষ্কার এবং দুইপাশে পাটা দিয়ে খালটিতে মাছ চাষের জন্য উপযোগী করে তোলে। দলের আগ্রহী ৫৪ জন সদস্য নিয়ে যৌথভাবে মাছ চাষ করছে। মাছের খাবার, খাবার দেওয়ার জন্য ডিঙ্গি নৌকা এবং মাছের পোনা ক্রয় বাবদ খরচ হয়েছে ৭৭ হাজার টাকা। জানুয়ারি থেকে মাছ বিক্রি করা হবে। মাছ বিক্রি থেকে খরচ বাদে ১ লক্ষ থেকে ১ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা লাভ হতে পারে বলে তারা আশা করছে। লাভের ১% টাকা পানি ব্যবস্থাপনা দলকে দেওয়া হবে। তাতে সকল সদস্যরা লাভবান হবে এবং পানি ব্যবস্থাপনা দলের তহবিল বৃদ্ধি পাবে। এ কাজে ব্লু গোল্ড এর কারিগরি সহায়তা টিম তাদের নিয়মিত পরামর্শ দিচ্ছে।

ব্লু গোল্ড অ্যানুয়াল রিভিউ

৯-২০ নভেম্বর ২০১৮ রিভিউ টিমের দলনেতা ফ্রাঙ্ক ভ্যান স্টেনবার্গেনের নেতৃত্বে ব্লু গোল্ড প্রকল্প এর 'অ্যানুয়াল রিভিউ' সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্প শেষ হওয়ার নির্ধারিত সময় ও যে সম্পদ এখনও আছে তা বিবেচনা করে অবশিষ্ট সময়ের মধ্যে কিভাবে প্রকল্পের সফল সমাপ্তি করা যায়, তা বিবেচনা করা ছিল এই মিশনের মূল লক্ষ্য।

রিভিউ মিশনের সদস্যগণ খুলনা ও পটুয়াখালী জোনে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করে কর্মসূচি বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করেন। এছাড়াও তারা প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মী, পানি উন্নয়ন বোর্ড, কৃষি বিভাগের সংশিষ্ট কর্মকর্তাগণ ও মাঠকর্মীসহ দূতাবাসের সংশিষ্ট বিশেষজ্ঞ এবং অন্যান্যদের সাথে মত বিনিময় করেন। মিশন শেষে সদস্যগণ তাদের সুচিন্তিত বিবেচনাসহ একটি রিপোর্ট পেশ করেছেন। এই রিপোর্টে প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতির প্রশংসা করা হয়েছে। ব্লু গোল্ড প্রকল্প এর এই সাফল্যের জন্য সকল পর্যায়ের কর্মী ও প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের অবদান অনস্বীকার্য। ব্লু গোল্ড প্রকল্প এর টিম লিডার সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে আগামীতে এই সাফল্য ধরে রাখার আহ্বান জানিয়েছেন।

প্রকাশক: ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম কারিগরি সহায়তা টিম ॥ নির্বাহী সম্পাদক: মো. আওলাদ হোসেন, সম্পাদক: তারেক মাহমুদ
সম্পাদনা পরিষদ: নাছরিন আক্তার খান (বাপাউবো), মো. হুমায়ুন কবীর (ডিএই), সোহরাব হোসেন, সুমনা রানী দাশ, জি. এম. খায়রুল ইসলাম, এস. এম. শার্দূল ইসলাম
সংবাদ সংযোগ: মো. জয়নাল আবেদিন, শীতল কৃষ্ণ দাস, তাহমিনা আক্তার, রোকসানা বেগম, মো. রবিউল আমীন, শামীম আলম

যোগাযোগ: ব্লু গোল্ড বার্তা। ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম, বিসিআইসি ভবন (নতুন), ৫ম তলা, ১৪৮ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
ফোন ৯৫১২৮২৩ info@bluegoldbd.org ■ bluegoldbd.org ■ www.facebook.com/bluegoldprogram